স্টেপ বাই স্টেপ

উমরা গাইডলাইন

প্রস্তুতি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত উমরার সব
আমলের ধারাবাহিক সহজ-সরল বিবরণ

মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব

সম্পাদনা
মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

স্টেপ বাই স্টেপ

উমরা গাইডলাইন

[প্রস্তুতি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত উমরার সব আমলের ধারাবাহিক সহজ-সরল বিবরণ]

মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব

সদস্য : মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

সম্পাদনা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

পরিচালক : মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

উসতায : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

উমরা গাইডলাইন

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২৩

© স্বত্ব সংরক্ষিত

অনলাইন পরিবেশক

নিয়ামাহ বুক শপ
www.niyamahshop.com

ওয়াফিলাইফ
www.wafilife.com

রকমারি
www.rokomari.com

সরাসরি মুআসসাসা থেকে সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন : 01871746798 (হোয়াটসঅ্যাপ)

মূল্য : ১৭৫ টাকা

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক কোনো প্রকার বিকৃতিসাধন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

Umra Guideline By Mawlana Abdullah Suhaib, Published By Muassasa Ilmiyah Bangladesh

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

প্রকাশক

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

: 01871746798

: 01830540520

মহানগর প্রজেক্ট, হাতিরঝিল, রামপুরা, ঢাকা

mibd.org

মাকতাবাতুল আসলাফ

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আসলাফ

: 01747-330779

দোকান নং-৪০, প্রথম তলা, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

/ realaslaf

ভূমিকা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা
পরিচালক, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
উসতায, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين.

হজ-উমরা ইসলামের গুরুত্ববহ ও ফযীলতপূর্ণ আমল হওয়ার পাশাপাশি মুমিনের হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করার ইবাদত। এতে ঈমানে সজীবতা আসে, প্রেমদগ্ধ হৃদয়ে প্রশান্তি আসে এবং জীবনের মোড় ঘুরে যায়। আর এভাবেই মুমিন হজ-উমরার প্রকৃত স্বাদ পেতে থাকে। কিন্তু সঠিক নিয়ত ও পরিকল্পনার অভাবে এবং বিধি-বিধান না জানার কারণে অনেকেই এর সুফল থেকে বঞ্চিতই থেকে যান। তাই আলেমগণ হজ-উমরার আগে সবার জন্যই বৈষয়িক প্রস্তুতির পাশাপাশি ইলমী ও রূহানী প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়ত অনুভব করেন সুতিব্রভাবে।

আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে হজের বিষয়ে অনেক বই-পুস্তক রচিত হয়েছে। অনেকে বিশেষ প্রশিক্ষণও গ্রহণ করে থাকেন। গুণে-মানে ও প্রয়োজনের তুলনায় যদিও তা যথেষ্ট নয়, তবুও কিছুটা তো হয় আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু উমরার বিষয়টি বরাবরই অবহেলিত রয়ে গেছে। অথচ দেখা যায় উমরা আদায়কারীর সংখ্যা দিনদিন প্রচুর বেড়ে চলেছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এতে অনেক ধরণের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। যেমন : (১) সহজ মনে করে অধিকাংশই উমরার জন্য কোন প্রস্তুতির প্রয়োজনই অনুভব করেন না। (২) কেউ কেউ হজের বই থেকে কেবল উমরার অংশটি কোনওরকম পড়ে নেন,

যা কিছুতেই যথেষ্ট নয়। (৩) কেউ ইলমী প্রস্তুতি তথা কিছু বিধি-বিধান জেনে নিলেও অনেকেই রুহানী প্রস্তুতি তথা মনকে পূর্ণ প্রস্তুত করার বিষয় বুঝেই উঠতে পারেন না। (৪) স্বল্প সময়ের মধ্যেই উমরার কাজ শেষ হয়ে গেলেও দীর্ঘ সময় মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করলেও এর আদব ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। (৫) উমরা গমনকারীদের অনেকের জন্যই এটি জীবনে প্রথম সফর হয়ে থাকে। কিন্তু এ ধরণের সফরের অনেক পূর্বপ্রস্তুতি ও আদাব-শিষ্টাচার সম্পর্কে অজ্ঞতা এর বরকত নষ্ট করে দেয়। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করেই মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ এ গাইডলাইনটি প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মুআসসাসা ইলমিয়্যার পক্ষে এর সম্মানিত সদস্য মাওলানা সৈয়দ আব্দুল্লাহ সুহাইব উপরিউল্লিখিত সমস্যাগুলো সামনে রেখে অত্যন্ত যত্নের সাথে এ গাইডলাইনটি প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছেন। এতে সংক্ষেপে সবগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্টেপ বাই স্টেপ এমন ধারাবাহিকতার সাথে সাজানো হয়েছে, যাতে যারা মাসআলা মনে রাখতে পারেন না, তারাও প্রতিটি আমলের সময় তখনকার করণীয় একসাথে পেয়ে যাবেন এবং দেখে দেখে তা আদায় করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। অভিজ্ঞতার আলোকে এ পদ্ধতিকে অনেক উপকারী ও সহজ মনে করা হচ্ছে। মাসআলার ক্ষেত্রে এ বইয়ে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে দেশের আলেমদের আস্থার কেন্দ্র মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকার উসতায হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইয়াহয়া হাফিযাহুল্লাহ এর 'হজ্জ ও উমরা : পদ্ধতি ও মাসায়েল' গ্রন্থ থেকে। আল্লহ তাআলা হযরতকে জাযায়ে খায়ের দান করেন।

বইটি প্রস্তুত করার বিভিন্ন পর্যায়ে আমি অধম বারবার দেখেছি। তথাপি জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার উসতায মাওলানা ফাহীম সিদ্দিকী ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষক মাওলানা শাহাদাত হুসাইন সহ আরো অনেকের অভিজ্ঞতা থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

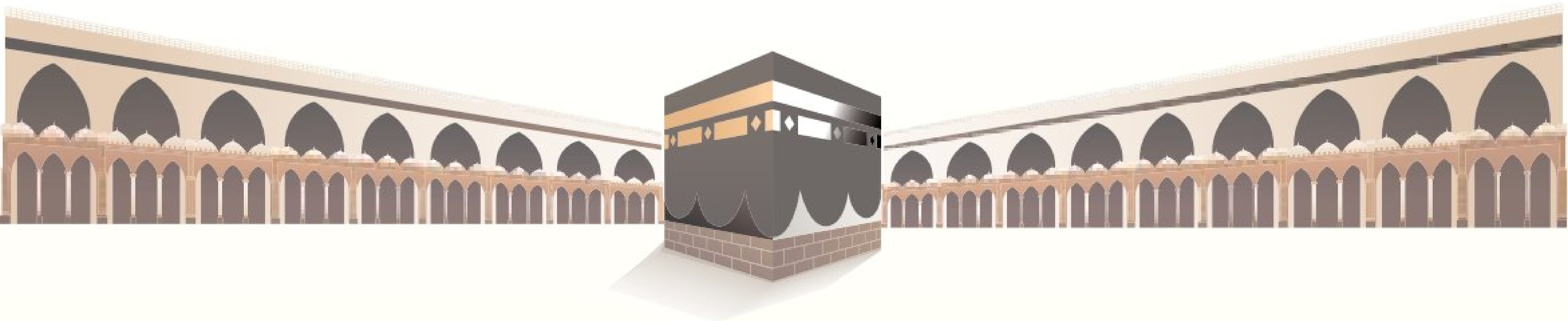

আশাকরি বইটি পাঠ করলে এবং বিশেষ করে শুরু ও শেষের কিছু বিষয় মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখলে যে কোন পাঠক তৃপ্তিবোধ করবেন। এরপর উমরা আদায় করলে এর সুফল নিজ চোখে দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। দীনের জরুরী বিষয়গুলোর বিশুদ্ধ ও সহজ উপস্থাপন এবং এর ব্যাপক প্রচার মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এটি প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ আরও একটি ধাপ আগালো। সমস্ত প্রশংসা ও শুকর একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য।

ইয়া আরহামার রাহিমীন, আপনি এ প্রতিষ্ঠানকে কবুল করে নিন। এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যারা কাজ করছেন, যারা সহযোগিতা করছেন, যারা এর প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ করছেন, সকলকে আপনি কবুল করে নিন। মকবুল হজ ও উমরা করার তাওফীক দিন। বিশেষ করে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহর রচনা-গবেষণা এবং শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত নিবেদিতপ্রাণ এ বইয়ের লেখক মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব ও মাওলানা শিহাব সাকিব এর ইলম ও আমলের ময়দানকে আপনি প্রসারিত করে দিন। বরকত দান করুন।

اللهم كن لنا ولهم وكيلا وكفيلا، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، هذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

তাহমীদুল মাওলা
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মদপুর ঢাকা
১৫ মার্চ ২০২৩ ইংরেজী
২২ শাবান ১৪৪৪ হিজরী

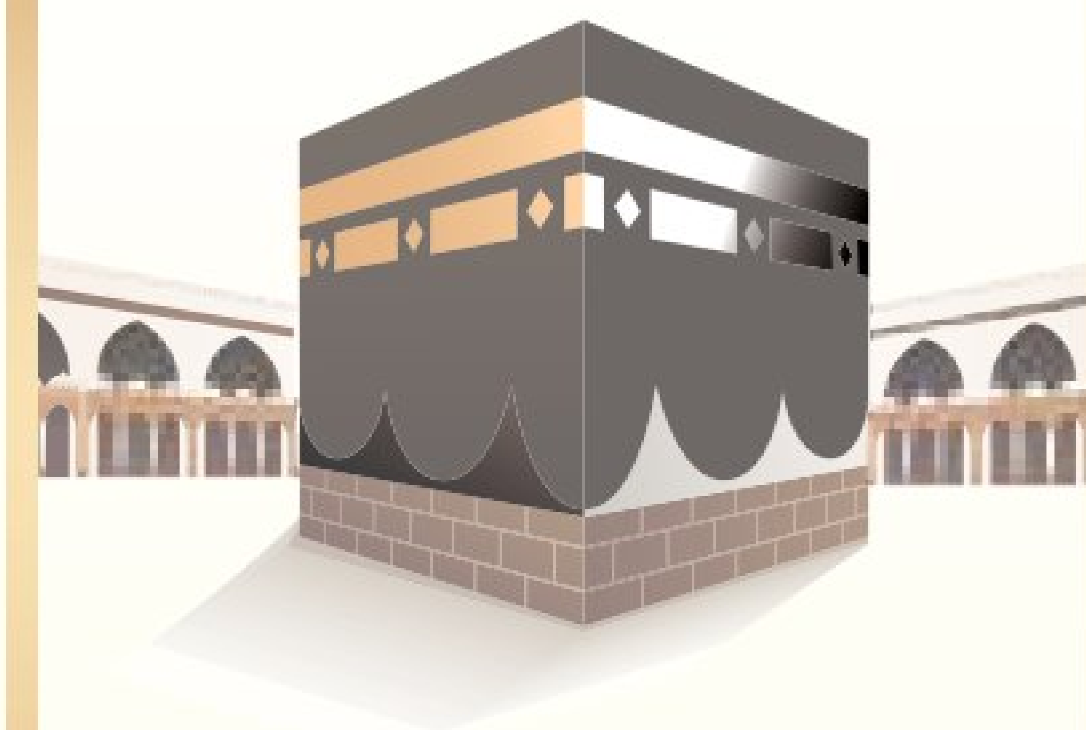

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
উমরার ফযীলত ৯
জরুরি মাসায়িল ১১
উমরার প্রস্তুতিপর্ব- ১ ১৩
উমরার প্রস্তুতিপর্ব- ২ ১৫
কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব ১৮
উমরা সংক্রান্ত কিছু জরুরি পরিভাষা ২৪
উমরার ধারাবাহিক বিবরণ ২৭
সফরের দিন ২৭
এয়ারপোর্টে ৩৫
ইহরাম অবস্থার নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকুন ৩৭
বিমানে ৩৯
জিদ্দা এয়ারপোর্টে ৪১
মক্কা শরীফে ৪২
যেভাবে উমরা আদায় করবেন ৪৫
যেভাবে উমরার সাঈ করবেন ৫২
উমরার ইহরাম ত্যাগ করুন ৫৫
মক্কা শরীফে অবস্থানকালীন করণীয় ৫৬
উমরা আদায়ে ত্রুটি ও তার প্রতিকার ৬১
যিয়ারতে মদীনা ৬৩
নবীজির কবর শরীফে ৬৪
উমরা থেকে ফিরে ৭০
যে জিনিসগুলো আনবেন না ৭৬

উমরার ফযীলত

উমরা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। হাদীস শরীফে উমরার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

১. আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক উমরার পর আরেক উমরা করলে মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৪৯]

২. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা একাধারে হজ ও উমরা করতে থাকো। কেননা হজ-উমরা পাপ ও দরিদ্রতাকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়। [তিরমিযী ৮১০, ইবনে মাজাহ ২৮৮৭]

৩. হযরত বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রমাযানে একটি উমরা আদায় (সওয়াবের বিবেচনায়) হজের সমতুল্য। [সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম] অপর এক বর্ণনায় আছে, রমাযানে উমরা আদায় আমার সাথে হজ করার সমতুল্য। [আবু দাউদ ১৯৯০, মুসতাদরাকে হাকেম ১৭৭৯]

৪. জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হজ ও উমরা আদায়কারীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি তাদেরকে ডেকেছেন এবং তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা আল্লাহর কাছে চেয়েছেন আর তিনি তাদেরকে দান করেছেন। [মুসনাদে বাযযার (কাশফুল আসতার) ১১৫৩]

উমরার প্রস্তুতিপর্ব-১

সফরের জন্য পাসপোর্ট প্রস্তুত করা

হজ-উমরার জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো ছয় মাসের বেশি মেয়াদযুক্ত পাসপোর্ট। অতএব পাসপোর্ট এর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কিংবা না থাকলে সরকার নির্ধারিত পাসপোর্ট অফিস থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে নিতে হবে।

নির্ভরযোগ্য এজেন্সি নির্বাচন

আমাদের দেশে সাধারণত সকলেই উমরার যাবতীয় কাজ কোনো একটি এজেন্সির মাধ্যমে করে থাকেন। ভিসা, টিকেট, হোটেল বুকিং ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সমাধার জন্য নির্ভরযোগ্য এজেন্সি নির্বাচন করুন। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও আস্থাভাজন হাজীদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারেন। এজেন্সির লোকেরা আপনার উমরা সফরের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পাদন করে দিবেন।

তবে যে সমস্ত দেশ থেকে এজেন্সি ছাড়াই উমরা আদায় করা সম্ভব, তাদের জন্য সফরের পূর্বেই উমরার মাসায়িল ও আদাব ভালোভাবে রপ্ত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেজন্য এই গাইডলাইনটি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রয়োজন পরিমাণ সৌদি রিয়াল সংগ্রহে রাখা

ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সৌদি রিয়াল সংগ্রহে রাখতে হবে। কিছু ভাংতিও রাখা দরকার, যেন প্রয়োজনের সময় ভাংতির জন্য বিড়ম্বনা না হয়।

প্রয়োজনীয় মালপত্র সংগ্রহে রাখা

সফরের প্রয়োজনীয় মালপত্র সাথে থাকা বাঞ্ছনীয়। উমরা আদায়কারী নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় মালপত্রের পাশাপাশি আরো যেসব জিনিস সংগ্রহে রাখতে পারেন, তার একটি তালিকা এখানে দিয়ে দেওয়া হলো। এছাড়াও আর কী কী

প্রয়োজনীয় মাসায়িল জানার জন্য মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া সাহেবের 'হজ ও উমরাহ পদ্ধতি ও মাসায়েল' শীর্ষক কিতাবটি সংগ্রহে রাখা যেতে পারে।

এছাড়াও অর্থসহ প্রয়োজনীয় দুআ-দরূদ পড়ার জন্য 'মুনাজাতে মাকবূল' (অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ, প্রকাশক, মাকতাবাতুল আশরাফ) এবং 'হিসনুল মুসলিম' বইদুটি সংগ্রহে রাখতে পারেন।

নারীদের জন্য ঔষধ সেবনের মাধ্যমে হায়েয বন্ধ রাখার হুকুম

ঔষধ সেবনের কারণে একজন মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবেন অর্থাৎ তার মাসিক স্রাব চালু না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতার সকল বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং এ অবস্থায় তিনি তাওয়াফও করতে পারবেন। এজাতীয় ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু এটি কোনো উত্তম পন্থাও নয়। বিশেষ ওজর না থাকলে স্বাভাবিক নিয়মে চলাই উচিত।

আর এ ধরনের ঔষধ ব্যবহারের পূর্বে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এধরনের ঔষধ সেবনের কারণে কারও শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

উমরার প্রস্তুতিপর্ব-২

আমাদের উমরা যেন আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়, সেজন্য জাগতিক প্রস্তুতির সাথে সাথে আত্মিক ও রূহানী প্রস্তুতি গ্রহণ করা বেশি প্রয়োজন। এ প্রস্তুতিপর্বে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা এখানে দেওয়া হলো।

হজ-উমরার রূহ ও তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য কিছু পাঠ করা

হজ-উমরার রূহ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং এর প্রতি ইশক ও মুহাব্বত

পয়দা করার জন্য কিছু পাঠ করা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পাঠ করতে পারেন-

১. বাইতুল্লাহর পথে, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, প্রকাশক : মাকতাবাতুল আশরাফ

২.বাইতুল্লাহর মুসাফির, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, প্রকাশক : দারুল কলম

৩. সফরে হিজায, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, অনুবাদঃ মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল, প্রকাশক : রাহনুমা প্রকাশনী

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

নিয়তের বিশুদ্ধতা ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিয়ামুক্ত হজের জন্য বিদায় হজে এভাবে দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ, আমার হজকে রিয়া ও খ্যাতির আকাঙ্খামুক্ত হজরূপে কবুল করুন। [সহীহ বুখারী ১৫১৮]

হজের ন্যায় উমরার সফর শুরু করার আগেও নিয়তকে বিশুদ্ধ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করাই যেন এ সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।

গুনাহ থেকে তাওবা করা

হজ-উমরার আগে জীবনের ছোট-বড় সকল গুনাহ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আন্তরিকভাবে তাওবা করে নেওয়া কর্তব্য। আশা করা যায়, তাওবার মাধ্যমে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে মহান রবের ঘরে হাজির হতে পারবেন।

মানুষের সমস্ত হক আদায় করা কিংবা যথাযথভাবে মাফ চেয়ে নেওয়া

হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হক বান্দাকে আদায় করে দেওয়া ছাড়া মাফ হয়না। এজন্য মানুষের হক আদায়ের বিষয়ে সবসময় সচেষ্ট থাকা উচিত।

অতএব, আল্লাহর যে সকল বান্দার হক আপনার দায়িত্বে রয়েছে, হজ-উমরা

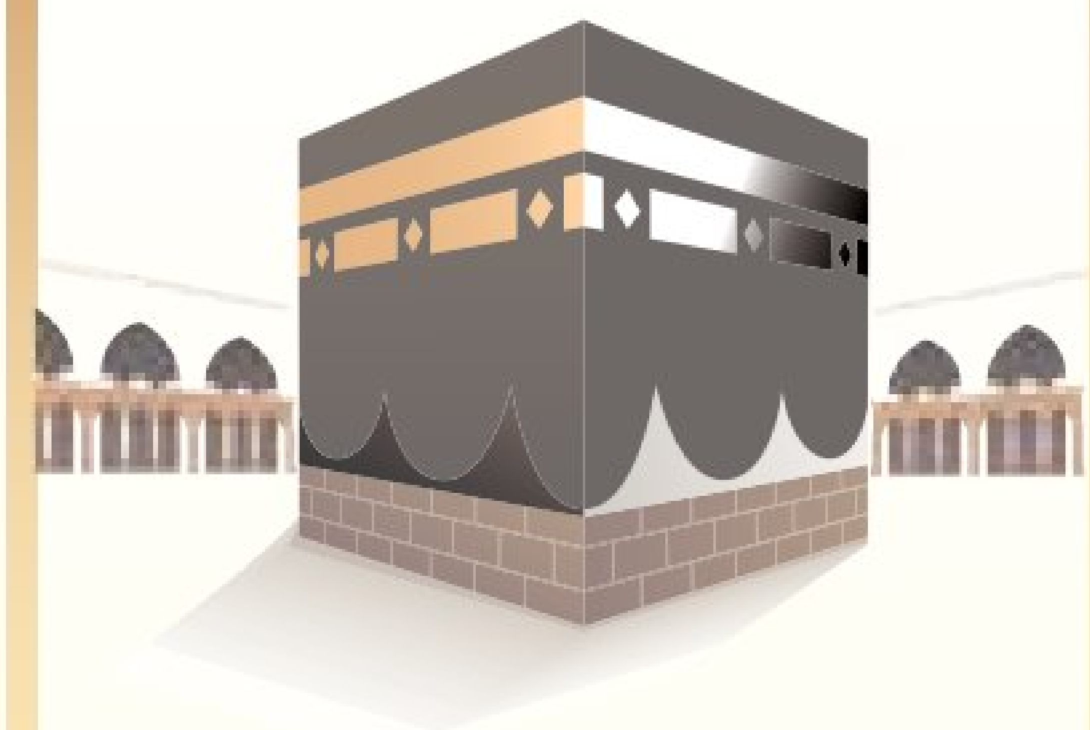

স্টেপ বাই স্টেপ

উমরার ধারাবাহিক বিবরণ

এখান থেকে ধারাবাহিকভাবে উমরার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

সফরের দিন

ক. প্রথমেই আপনার গন্তব্যস্থল জেনে নিন

ঢাকা থেকে আগে জিদ্দা হয়ে মক্কা যাবেন, না সরাসরি মদীনায় যাবেন তা জেনে নিন। সফর যদি আগে মদীনায় হয়, তাহলে ঢাকা থেকে স্বাভাবিক পোশাকে সফর হবে। মদীনা থেকে মক্কায় যাবার সময় ইহরাম করতে হবে। মদীনায় অবস্থানকালীন করণীয় সম্পর্কে জানতে এ পুস্তিকার শেষে যিয়ারাতে মাদীনাহ সংক্রান্ত আলোচনাটি পড়ে নিন।

আর যদি ঢাকা থেকে সরাসরি জিদ্দা এবং সেখান থেকে মক্কা মুকাররমার সফর হয়, তাহলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে বের হতে হবে। তবে ইহরামের মূল কাজ ‘নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ’ ফ্লাইটের সময় নিশ্চিত হয়ে করতে হবে।

খ. সরাসরি মক্কাগামী ইহরামের প্রস্তুতিস্বরূপ নিম্নোক্ত কাজগুলো ঘর থেকেই করে নিন

হজ-উমরাহর প্রথম কাজ ইহরাম করা। ইহরাম হচ্ছে– হজ বা উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়া। ইহরামের জন্য কিছু পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। ইহরামের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো ঘর থেকেই সম্পন্ন করে নিতে হবে।

শেষ মুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে নিন

এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে নিম্নোক্ত জিনিসপত্র আপনার সাথে/ হ্যান্ড ব্যাগে আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

- টিকেট, পাসপোর্ট, ভিসা।
- করোনা টিকার সার্টিফিকেট ও করোনা পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট (যতদিন তা আবশ্যক থাকে)।
- টাকা-পয়সা (ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সৌদি রিয়াল সংগ্রহে রাখতে হবে। কিছু ভাংতি রাখুন, যেন প্রয়োজনের সময় ভাংতির জন্য বিড়ম্বনা না হয়)।
- পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসা ও অন্যান্য কাগজের ২ সেট ফটোকপি। (সতর্কতাস্বরূপ ১ সেট ফটোকপি দেশেও রেখে যান, পাশাপাশি মোবাইলেও ছবি উঠিয়ে রাখতে পারেন)।
- স্যুটকেস ও হ্যান্ডলাগেজের ওপর বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর ও মক্কা মুকাররমার হোটেলের ঠিকানা স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে কিনা দেখুন।

সহজে চেনার জন্য লাগেজের/ব্যাগের হাতলে যে কোনো রঙের ফিতা লাগিয়ে নিতে পারেন।

- একসেট কাপড় ও জরুরি কিছু জিনিস বড় লাগেজে না দিয়ে হাতের ব্যাগে রাখুন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যদি লাগেজ পেতে বিলম্ব হয় বা হারিয়ে যায় তাহলে বড় ধরনের বিড়ম্বনায় পরতে হবে না।
- খেয়াল রাখতে হবে, স্যুটকেস ও হ্যান্ড ব্যাগ/লাগেজের ওজন যেন এয়ারলাইনস কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের চেয়ে বেশি না হয়।

হ্যান্ড লাগেজে ৭ কেজি মালামাল বহন করতে পারবেন। আর বড় লাগেজের

এয়ারপোর্টে

কাজের বিবরণ

○ আপনি যে এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে সফর করবেন এয়ারপোর্টে তাদের নির্ধারিত কাউন্টারে গিয়ে আপনার বড় স্যুটকেস/ব্যাগ জমা দিয়ে লাগেজ ট্যাগ ও বোর্ডিং পাস বুঝে নিন। হ্যান্ড লাগেজ আপনার সাথে রাখুন। হ্যান্ড লাগেজ জমা দিবেন না।

○ **ইহরামের দু রাকাত নামায পড়ে নিন**

ইহরাম শুরু করার আগে ইহরামের নিয়তে দু রাকাত নামায পড়া সুন্নত। ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার পর সময়য় থাকলে এবং মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে (অর্থাৎ ফযরের পর ও সূর্যোদয়ের সময়, দ্বিপ্রহরের সময় এবং আসরের পর ও সূর্যাস্তের সময় না হলে) এ দু রাকাত নামায পড়ে নিন। পুরুষেরা টুপি পরেই এ দু রাকাত আদায় করবেন। [সহীহ বুখারী ১৫৩৪, সহীহ মুসলিম ১১৮৪]

এ নামাযের জন্য আলাদা কোনো নিয়ত বা নির্দিষ্ট কোনো সূরা নেই। কোনো ওযরের কারণে কিংবা সময়-সুযোগের অভাবে এই দুই রাকাত নামায না পড়লেও ইহরাম হয়ে যাবে। এজন্য ইহরাম করতে বিলম্ব করবেন না।

○ **এবার ইহরাম করুন–**

উমরার ইহরামের নিয়ত করুন এভাবে:

হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য উমরার নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

নিয়তের পর তালবিয়া পড়ুন:

বিমানে

কাজের বিবরণ

○ বিমানে আরোহণের সময় যানবাহনে আরোহণের দুআগুলো পড়ে নিন। এসময় তাড়াহুড়ো করবেন না।

○ ওয়াক্তমত সকল নামায আদায় করুন। ওয়াক্ত নির্ধারণে অভিজ্ঞ হাজীদের সহযোগিতা নিন।

নোট: বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার সময় বিমান পশ্চিম দিকে যায়। এ জন্য দীর্ঘ সময় নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

পক্ষান্তরে ফেরার সময় নামাযের ওয়াক্ত দ্রুত শেষ হয়ে যায়। বিশেষ করে ফজর ও মাগরিবের ওয়াক্ত খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

বিমানে অযু ও নামায

বিমানে বিশেষত হজ ফ্লাইটে যাত্রীদের অযু করা নিষেধ থাকে। তাই নামাযের সময় অযু থাকলে ভালো। অন্যথায় তায়াম্মুম করে নামায পড়া জায়েয হবে।

আর বিমানে দাঁড়িয়ে বা বসে সমতলে রুকু-সিজদা করে নামায পড়া সম্ভব। তাই কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রুকু-সিজদাসহ সেভাবেই নামায পড়তে চেষ্টা করুন। দাঁড়ানো যদি কষ্টকর হয়, তাহলে বসে স্বাভাবিক রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করবেন। এভাবে নামায আদায় করতে পারলে পরবর্তীতে তা পুনরায় পড়তে হবে না। আর যদি কেবলামুখী হয়ে রুকু-সিজদার সাথে নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যেভাবে সম্ভব বসে বা ইশারায় নামায পড়ে নিবেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে সতর্কতামূলক ঐ

○ এবার আপনি আপনার গ্রুপের সাথে বাসের জন্য অপেক্ষা করুন। মুআল্লিমের লোকেরা আপনার জন্য মক্কাগামী বাসের ব্যবস্থা করবেন। বাসে করে আপনাকে নির্ধারিত হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে।

○ বেশি বেশি তালবিয়া পড়তে থাকুন।

মক্কা শরীফে

○ মক্কা শরীফ পৌঁছে হোটেল বা বাসস্থানে মালপত্র রাখুন। বিশ্রাম ও খাবারের প্রয়োজন সেরে নিন।

○ ছোট বাচ্চা বা বয়স্কদের হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে হোটেলের কার্ডে মোবাইল নম্বর লিখে কাপড়ে পিন দিয়ে লাগিয়ে দিতে পারেন। পাশাপাশি অন্যান্য সতর্কতাও অবলম্বন করুন।

○ ডায়াবেটিক রোগীর জন্য সবসময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সাথে রাখুন।

○ গোসল বা অযু করে সুবিধামত উমরাহ আদায়ের জন্য মসজিদুল হারামের উদ্দেশ্যে বের হোন।

উল্লেখ্য, বিনা অযুতে তাওয়াফ করা জায়েয নয়।

মাসআলা: ইহরাম অবস্থায় পরিধেয় কাপড় পরিবর্তন করা যায়। এতে ইহরামের কোনো ক্ষতি হয় না।

উমরাহর উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামে (কাবা শরীফ) গমন

○ মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ ও দরূদ শরিফ পড়ুন। তারপর এ দুআ পড়ুন-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

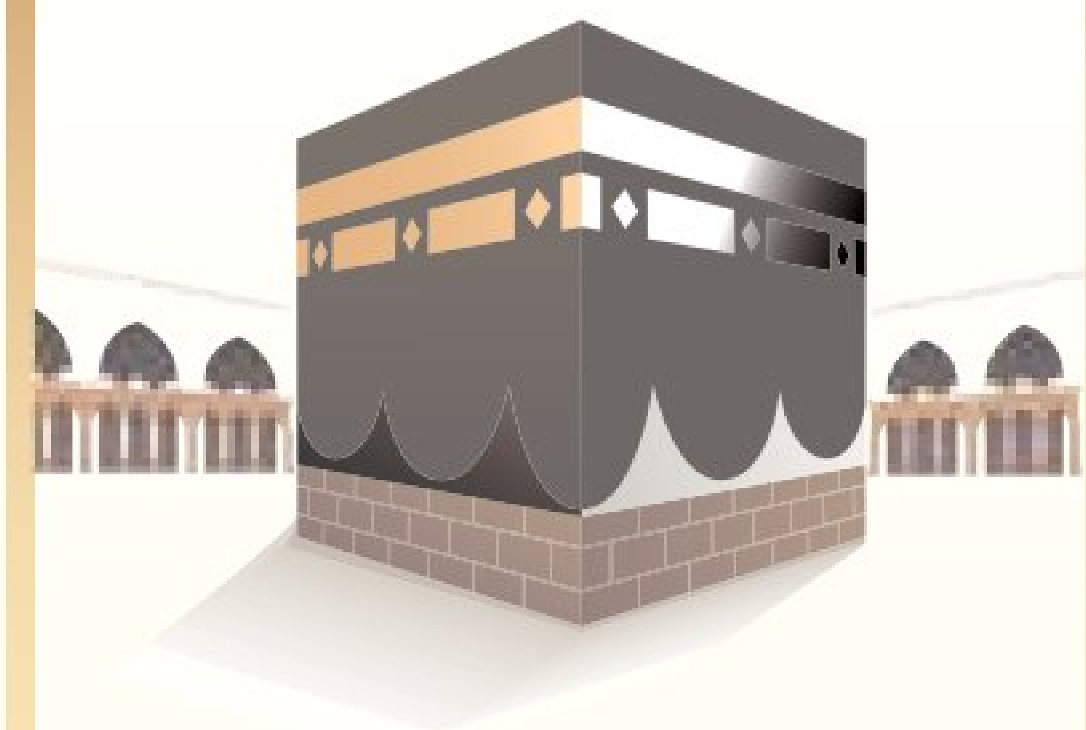

যেভাবে উমরা আদায় করবেন

উমরার কাজ চারটি-

১. ইহরাম করা (ফরয)

২. তাওয়াফ করা (ফরয)

৩. সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (ওয়াজিব)

৪. মাথা কামানো বা চুল ছোট করে ছাঁটা (ওয়াজিব)

যেহেতু ইতিমধ্যে ইহরাম করা হয়ে গিয়েছে, তাই এবার তাওয়াফ থেকে শুরু করে অবশিষ্ট তিনটি কাজ আদায় করতে হবে।

তাওয়াফ

○ মসজিদুল হারাম অতিক্রম করার পর মাতাফ (তাওয়াফের স্থান) শুরু হয়। মাতাফে পৌঁছে পুরুষেরা ইযতিবা করুন।

ইযতিবা হল, গায়ে জড়ানো চাদরটি ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দেওয়া। ইযতিবার ফলে ডান কাঁধ খোলা থাকবে। তাওয়াফের সাত চক্করেই ইযতিবা অবস্থায় থাকা সুন্নত।

মাসআলা: পুরুষের জন্য নফল তাওয়াফে এবং যে তাওয়াফের পর সাঈ নেই তাতে ইযতিবা নেই। আর নারীগণ কোনো তাওয়াফেই ইযতিবা করবেন না।

○ যারা শুধু উমরা করছেন তারা তাওয়াফের আগে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিন।

যেভাবে উমরার সাঈ করবেন

সাঈ হল সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার চক্কর দেয়া। সাফা থেকে শুরু করে মারওয়াতে পৌঁছলে এক চক্কর হবে। এরপর মারওয়া থেকে সাফায় আসলে দ্বিতীয় চক্কর হবে। এভাবে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর দিতে হবে। [সহীহ মুসলিম ১২১৮]

সাঈ করার সময় অনেকে মনে করেন, সাফা থেকে মারওয়া হয়ে আবার সাফা আসলে এক চক্কর হয়। এটি ভুল। কারণ এখানে দুই চক্কর পূর্ণ হয়ে যায়।

জরুরি মাসায়িল

ক. তাওয়াফের পর দেরি না করে সাঈ করা সুন্নত। অবশ্য ওযরের কারণে দেরি হলে কোনো সমস্যা নেই।

খ. সাঈ পায়ে হেঁটে করা ওয়াজিব, পায়ে হেঁটে সাঈ করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও হুইল চেয়ারে সাঈ করলে দম ওয়াজিব হবে। তবে পুনরায় পায়ে হেঁটে সাঈ করে নিলে দম মাফ হয়ে যাবে। অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে যদি পায়ে হেঁটে সাঈ করা সম্ভব না হয়, তাহলে হুইল চেয়ারে সাঈ করা যাবে।

গ. অযু অবস্থায় সাঈ করা এবং সাঈর সময় কাপড় পাক থাকা মুস্তাহাব। মহিলাদের জন্য হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় এবং পুরুষের জন্য গোসল ফরয হলে গোসল করে পবিত্র হয়ে সাঈ করা সুন্নত।

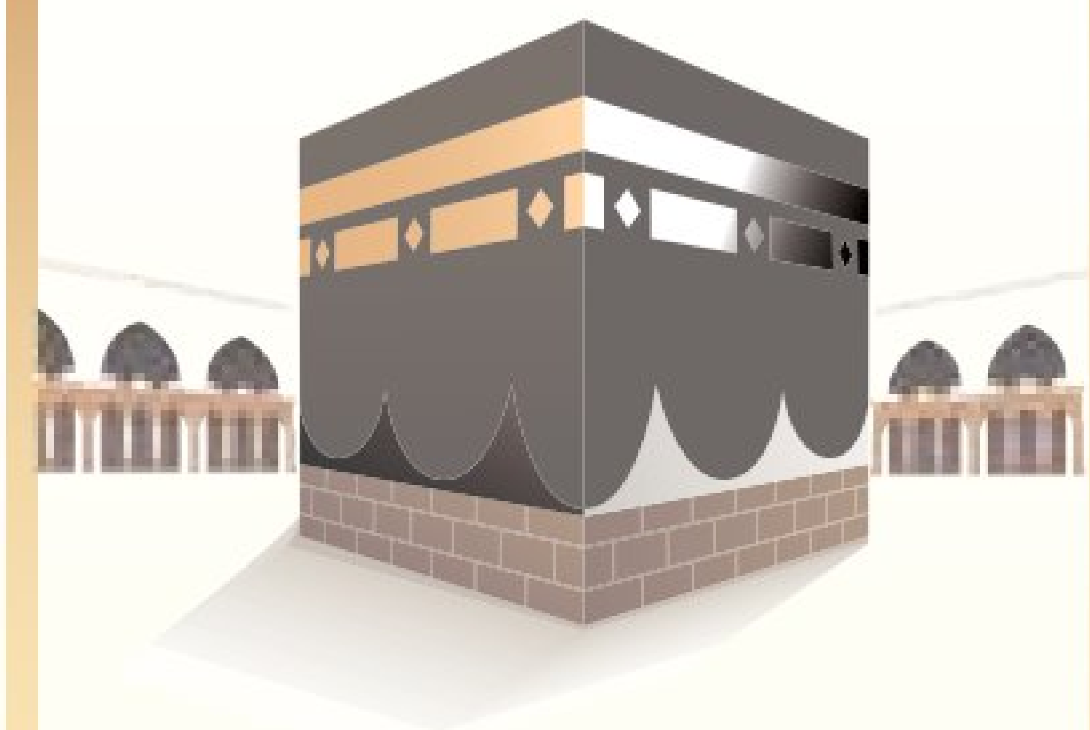

যিয়ারতে মদীনা

উমরা সফরের একটি বড় সৌভাগ্য হল মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিতি। কারণ এখানেই শুয়ে আছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটি হচ্ছে আল্লাহর নবীর 'হারাম'। রাসূলের পায়ের পরশে এখানের ধূলিবালি ধন্য। এখানের হাজিরি নবী-প্রেমিক সৌভাগ্যবানদের কপালেই জোটে।

আজ আপনি প্রিয় নবীর দরবারে আসার সৌরভময় আদেশ পালন করতে যাচ্ছেন। তাই বেশি বেশি দরুদ পড়ুন এবং আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বাড়িয়ে দিন। পাশাপাশি দৃঢ় সংকল্প করুন, বাকি জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ মোতাবেক অতিবাহিত করবেন এবং তাঁর আনীত দ্বীনের প্রচার-প্রসারে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

হাদীসে আছে, মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে এক হাজার রাকাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। [বুখারী ১১৯০, মুসলিম. ১২৯৪]

মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের সময় এই দুআ পড়ুন-

رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا

অর্থ: হে প্রতিপালক! আমাকে যেখানে প্রবেশ করাবেন, কল্যাণের সাথে প্রবেশ করান এবং যেখান থেকে বের করবেন কল্যাণের সাথে বের করুন এবং আমাকে আপনার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করুন, যার সাথে (আপনার) সাহায্য থাকবে। [সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৮০]

নবীজির কবর শরীফে

○ মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে হোটেলে সামানপত্র রেখে উত্তমরূপে গোসল করুন। প্রয়োজন হলে বিশ্রাম নিয়ে নিন।

○ তারপর মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে রওনা দিন।

○ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশের উদ্দেশ্যে পুরুষেরা মসজিদে নববীর 'বাবুস সালাম' নামক দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন।

○ মসজিদে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং এ দুআ পড়ে নিন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي
وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ: আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন, আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন। [মুসনাদে আহমাদ ২৬৪১৭]

○ মসজিদে প্রবেশ করে দু রাকাত দুখুলুল মসজিদ পড়ে নিন।

○ কবর শরীফের দিকে অত্যন্ত আদব ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে কাউকে কষ্ট না দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হোন এবং বেশি বেশি দরুদ পড়ুন।

○ কবর শরীফের সামনে সোনালী গ্রিলের বেষ্টনি রয়েছে। বেষ্টনির মাঝে প্রথম যে ছিদ্র আছে তার বরাবর দাঁড়ালে নবীজির চেহারা মুবারক সামনে হবে। ছিদ্রের কিছুটা উপরে আরবীতে-

هنا السلام على رسول الله

(অর্থাৎ এখানে নবীজির প্রতি সালাম দিন) লেখা আছে।

○ নবীজির কবর মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় ও আদবের সাথে সালাম

উমরা থেকে ফিরে

সফর থেকে ফিরে এসে উমরার শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাহলেই এ বরকতময় সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হবে এবং তা গোটা জীবনের জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে।

মনে রাখবেন, এ প্রত্যাবর্তন সাধারণ কোনো সফর থেকে নয়। বরং আল্লাহর ঘর যিয়ারত করে ফিরে আসা। এ সম্মানের লাজ রক্ষার্থে যিয়ারতকারীর উপর আরোপিত হয়ে গিয়েছে বহুবিধ দায়িত্ব-কর্তব্য।

উমরা থেকে কী নিয়ে ফিরবেন

হজ-উমরার শিক্ষা কী এবং সেখান থেকে কী আনতে হবে এ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে হলে কুরআন-হাদীস ও সীরাত থেকে এর প্রেক্ষাপট ও সালাফের হজ-উমরার বিবরণ পড়তে হবে। বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজের বিবরণ পাঠ করুন। যেহেতু সবার জন্য দীর্ঘ পড়াশুনা সহজ নয়, এজন্য এ নিবন্ধে হজ-উমরার কিছু মৌলিক শিক্ষার আলোচনা পেশ করা হলো।

পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ ও মযবুত ঈমান-ইয়াকীন

তাওহীদের পূর্ণতা ও ঈমানের দৃঢ়তার অনুপম শিক্ষা হজ-উমরার প্রতিটি আমলেই রয়েছে। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক থেকে শুরু করে বিদায়ী তাওয়াফ পর্যন্ত প্রতিটি আমল এ বার্তা-ই দিয়ে যায় যে, মুমিনের তাওহীদ শুধু বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আকীদা ও বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে তা

যে জিনিসগুলো আনবেন না

যেসব জিনিস ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের মাধ্যমে হেজাযে প্রবেশ করেছে তা হেজাযের নয়, হারামাইনেরও নয়। এসব জিনিস আপনি কখনো গ্রহণ করবেন না। নিজের সঙ্গে এসব বস্তু আনার তো প্রশ্নই আসে না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি জরুরি বিষয় মনে রাখবেন-

১. ইহুদি-খ্রিস্টান ও কাফের-মুশরিকদের সংস্কৃতি ও রেওয়াজ-প্রচলনের কোনো কিছু সঙ্গে করে আনবেন না। নিজ দেশের কোনো ত্রুটি ও দুর্বলতা যদি সেখানেও দেখতে পান তাহলে একে ঐ ত্রুটির পক্ষে বৈধতার দলীল বানাবেন না। বে-পর্দা, নির্লজ্জতা ও পশ্চিমা বেশভূষা এসবকিছু সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। এগুলো হারামাইনের শিক্ষা নয়। তেমনিভাবে অন্য সকল গুনাহের কাজ যেখানেই হোক তা গুনাহ। আর হারামের এলাকায় তো এর ভয়াবহতা আরো বেশি।

২. বর্তমান কোনো আরবের দুর্বলতা দেখে আরবদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সঙ্গে করে আনবেন না। আরবের সৎ ও আলেমদের সম্পর্কে তো নয়ই।

৩. সেখানে নামাযের পদ্ধতিগত যে দু' চারটি ভিন্নতা চোখে পড়ে তাও সুন্নাহসম্মত এবং তারও মূল ভিত্তি সুন্নাহ। আর আমাদের দেশে যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করা হয় তারও ভিত্তি সুন্নাহ। উভয় পদ্ধতিই সুন্নাহ ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য সেখানে কোনো ভিন্ন পদ্ধতি দেখে নিজ দেশের আলেমদের প্রতি অনাস্থা নিয়ে আসবেন না যে, তারা আপনাকে নামাযের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেননি। বিষয়টি এমন নয়; বরং তারা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তাও সঠিক এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পুরোপুরি সুন্নাহসম্মত। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্তে সে অনুযায়ী আমল করতে থাকুন।

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ

বই	লেখক
ঈমানের দাবি	মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ
কিতাব পরিচিতি প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি	মাওলানা আবদুল্লাহ নাজীব
এক ঝলকে কুরআন কারিম	মাওলানা রাশেদুর রহমান
যাকাত ক্যালকুলেশন ফরম	মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
কুরবানী গাইডলাইন	মাওলানা শিহাব সাকিব
কিফায়াতুল মুগতাযী (১ -৬ খণ্ড) كفاية المغتذي في شرح جامع الترمذي	মাওলানা আব্দুল মতীন
الدرر الثمينة في مصطلح السنة	মাওলানা আব্দুল মতীন
كَلِمَات عَنْ أَخْبَارِ الشَّيْخ مُحَمَّد عَبْدُ الْمَالِك الكُمِلَّائِي	মাওলানা আবু সায়েম
الاعتبار بما ورد في ليلة النصف من شعبان من الآحاديث والآثار	মাওলানা তাহমীদুল মাওলা